গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনা'র মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের ২য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, স্থানীয় সরকার বিভাগ
তারিখ ও সময়	:	২২ জুন, ২০২৩, বেলা ২:৩০ ঘটিকা
উপস্থিতি	:	**পরিশিষ্ট-ক**

মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মুহম্মদ ইব্রাহিম সভা শুরু করেন। তিনি বলেন যে, এটি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের ২য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা। ইতোমধ্যে এ বিভাগ কর্তৃক মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ০৯ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে ১ম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকা মহানগরীতে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি সূচনা বক্তব্য প্রদান করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতিকে অনুরোধ জানান।

২। মাননীয় মন্ত্রী সভায় উপস্থিত ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্মানিত সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত কীটতত্ত্ববিদ ও সাংবাদিকবৃন্দকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন যে, এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব আমাদের দেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের ডেঙ্গু আক্রান্তের হারের সাথে এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে রয়েছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের হার কম হলেও এটি নিয়ন্ত্রণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য তিনি সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আসন্ন ঈদ-উল-আযহা ছুটিতে ঢাকা মহানগরীর বাসিন্দারা গ্রামের বাড়িতে যাবেন। এসময় খালি বাসাবাড়িতে এডিস মশার প্রজনন যাতে না হয় এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অন্যথায় ঈদের ছুটির পর ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা থেকে যাবে। আসন্ন ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে ভবনসমূহের ছাদ ও বসতবাড়িসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তিনি সকলকে আহবান জানান। ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে কমোডের ঢাকনা, ফুলের টব, বাসাবাড়ির ছাদ, নির্মাণাধীন স্থাপনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙিনা কোথাও যাতে পানি জমে এডিস মশার বংশবিস্তার না হয় সে বিষয়ে নগরবাসীকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। এ পর্যায়ে তিনি ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে গৃহীত প্রস্তুতি সর্ম্পকে অবহিত করার জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধিগণকে আহ্বান জানান।

৩। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এ সভা আহ্বান করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, মাননীয় মন্ত্রীর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী মশক নিধনের লক্ষ্যে বছরব্যাপী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যে সকল দপ্তর/সংস্থার (রাজউক ও রেলওয়েসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা) স্থাপনা ও আবাসন রয়েছে তাদের সকলের সাথে বছরের শুরুতে মতবিনিময় সভা করা হয়েছে।

উক্ত সভায় সবাইকে সচেতন করাসহ কোথাও যাতে স্বচ্ছ পানি জমে না থাকে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তিনি জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় তাদের আবাসিক কলোনিসহ সকল সরকারি আবাসিক এলাকায় পরিচ্ছন্ন অভিযান পরিচালনাসহ বিভিন্ন হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালতের চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সম্প্রতি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, যদি কোনো প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখতে সক্ষম না হয় সেক্ষেত্রে তারা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সহায়তা নিতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, এডিস নিয়ন্ত্রণে বছরব্যাপী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং কীটনাশকের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে। তাছাড়া, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মশক নিধন কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও জনবল রয়েছে। তিনি বলেন যে, ডেঙ্গু মশা নিধনে আইন অমান্যকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করার লক্ষ্যে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য সম্প্রতি ১০ (দশ) জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ন্যস্ত করা হয়েছে। তবে, ০৪ (চার) জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট যোগদান করেছেন যা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জন্য পর্যাপ্ত নয়। বাকি ০৬ (ছয়) জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-এর যোগদানের ব্যবস্থা গ্রহণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে নির্দেশনা প্রদানের জন্য তিনি মাননীয় মন্ত্রী-কে অনুরোধ জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে প্রেরিত ডেঙ্গু রোগীদের তালিকায় পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা পাওয়া যায় না। কখনো কখনো একই রোগীর নাম একাধিকবার প্রেরণ করা হয়।

৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভাকে জানান যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে নিয়মিত মশক নিধন অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। মশক নিধন কার্যক্রমে স্কাউট, বিএনসিসি এবং গালর্স গাইডকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ৪০০×৪০০ গজ গ্রিড প্রস্তুত করে প্রত্যেক গ্রিডে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে এবং উক্ত স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে Zoom App-এর মাধ্যমে সভা করা হয় ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মশক নিধনে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রতি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম মন্ত্রণালয়-এর উপস্থিতিতে মাদ্রাসার শিক্ষকগণের অংশগ্রহণে মিরপুর, ঢাকায় একটি সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর উপস্থিতিতে লালমাটিয়া মহিলা কলেজ অডিটোরিয়ামে বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষকদের অংশগ্রহণে অন্য একটি সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ড্রোনের মাধ্যমে ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৯৪ টি স্থাপনা সার্ভে করা হয়েছে। এর মধ্যে ২২৬৪ টি স্থাপনায় এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে ৩৮ টি নিয়মিত মামলা দায়েরকরণসহ মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২২৯ টি মামলা দায়ের করে ৯৪ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মশন নিধনে বিটিআই নামক একটি নতুন মেডিসিন ব্যবহার করার বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মশক নিধনে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মসকিউটো বাইট নামক একটি বই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিতরণের লক্ষ্যে ০১ (এক) লক্ষ কপি ইতোমধ্যে ছাপানো হয়েছে। তিনি পাঠ্যপুস্তকে মশক নিধন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানান।

৫। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বলেন যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বই-এ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে মশক নিধনে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীতে নতুন কারিকুলাম শুরু হয়েছে এবং নতুন বই প্রদান করা হয়েছে। মশক নিধনে শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মশক নিধনে আরও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এছাড়া বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভায় আলোচনার মাধ্যমে সকলকে সচেতন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৬। পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, একই রোগী একাধিক হাসাপাতালে চিকিৎসা নেয়ার কারণে একাধিকবার তথ্য এন্ট্রি করা হচ্ছে। এর ফলে রোগীর প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা জটিল হয়ে পড়েছে। একই রোগীর তথ্য দুইবার যাতে এন্ট্রি করা না হয়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া আক্রান্ত রোগীগণ সুনির্দিষ্ট ঠিকানা না দেয়ায় সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি বলেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মৌসুম প্রলম্বিত হচ্ছে। ফলে এবছরই প্রথমবারের মতো ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসেও ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। মৌসুম প্রলম্বিত হওয়ার কারণে পোস্ট মৌসুম জরিপের সঠিক তথ্য উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে প্রি-মৌসুম জরিপ শুরু করা হয়েছে এবং এটি আগামী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে শেষ করা হবে। প্রাথমিক ফলাফল যাচাই-বাছাই করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সিটি কর্পোরেশনে প্রেরণ করা হবে।

তিনি আরও বলেন যে, এ বছর ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব অন্যান্য যেকোন বছরের তুলনায় বেশি হওয়ার আশংকা রয়েছে। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে চিকিৎসকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং প্লাটিলেট টেস্টের জন্য ইতোমধ্যে ২১ টি হাসাপাতালে মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, জ্বর হওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত দোকান থেকে ঔষধ কিনে সেবন না করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর মাধ্যমে তিনি সবাইকে আহ্বান জানান।

৭। **সিদ্ধান্ত:**

বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	আসন্ন ঈদ-উল-আযহা সামনে রেখে বাসাবাড়ির আঙ্গিনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নির্মাণাধীন স্থাপনা কোথাও যাতে এডিস মশার প্রজনন না হয় এ বিষয়ে সকলকে সচেতন করতে হবে। বাসাবাড়িতে কোথাও যাতে পানি জমে না থাকে সে বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে।	১। মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল) ২। সিটি কর্পোরেশন (সকল)
০২	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থাপনাসমূহ তাদের নিজস্ব উদ্যোগে পরিষ্কার করতে হবে। প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	১। মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল) ২। সিটি কর্পোরেশন (সকল)
০৩	ক) পাঠ্যপুস্তকে ডেঙ্গুসহ বিভিন্ন মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। খ) সারাদেশে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে প্রচারণা চালাতে হবে।	১। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ২। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
০৪	ক) সারা বছরব্যাপী মশক নিধনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। খ) সারা বছরব্যাপী মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত মানসম্মত কীটনাশক, জনবল এবং যন্ত্রপাতি প্রস্তুত রাখতে হবে। গ) প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনে Quick Response Team প্রস্তুত রাখতে হবে এবং ডেঙ্গু রোগীর তথ্য প্রাপ্তির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চিরুনী অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	১। সিটি কর্পোরেশন (সকল) ২। পৌরসভা (সকল)
০৫	ছাদবাগান, বহুতল ভবনের পার্কিং স্থান, স্থাপনা/ভবন নির্মাণাধীন এলাকা, বাসাবাড়িতে যাতে পানি জমে না থাকে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।	সিটি কর্পোরেশন (সকল)
০৬	ক) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক দ্রুততার সাথে প্রাক-মৌসুম/জরিপ সম্পন্ন করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট সকল সিটি কর্পোরেশনকে অবহিত করতে হবে। খ) ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ নাম ঠিকানা সিটি কর্পোরেশনসমূহকে অবহিত করতে হবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশনসমূহ দ্রুততার সাথে অভিযান পরিচালনা করবে।	১। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। ৩। সিটি কর্পোরেশন (সকল)
০৭	কক্সবাজার এলাকায় অবস্থিত রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে যাতে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি না পায় সে বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। ২। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার

০৮	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য বেসরকারি দপ্তরের আবাসন ও অন্যান্য স্থাপনা নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং নিয়মিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশনসমূহের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। সিটি কর্পোরেশন (সকল) ২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ৩। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ৪। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ৫। বাংলাদেশ রেলওয়ে ৬। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৭। জননিরাপত্তা বিভাগ
০৯	এডিস মশার প্রজননে ইচ্ছাকৃতভাবে উৎসাহিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	সিটি কর্পোরেশন (সকল)
১০	ডেঙ্গু মশা নিধনে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১২ জুন, ২০২৩ তারিখের ২৩৬ নং প্রজ্ঞাপনমূলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে সংযুক্ত ১০(দশ) জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-এর সিটি কর্পোরেশনে যোগদান নিশ্চিত করতে হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৮। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তাং-২৬/০৬/২০২৩খ্রি:
(মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি)
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.১০৭.০৫.০০৮.২৩-২৭৫ **(১/১০০)**

তারিখ: ১২ আষাঢ় ১৪২৯ / ২৬ জুন ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় মেয়র, সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা (সদয় জ্ঞাতার্থে)।
৪. সিনিয়র সচিব/সচিব .....মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)।
৫. অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত সচিবের অনুবিভাগ/নগর উন্নয়ন/ প্রশাসন/ পানি সরবরাহ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. বিভাগীয় কমিশনার, ... বিভাগ (সকল)।
৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, রাজশাহী ওয়াসা/ খুলনা ওয়াসা।
৯. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ / চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
১০. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।

১২. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনি, কাকরাইল, ঢাকা।
১৩. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরানবাজার, ঢাকা।
১৭. মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১৮. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
১৯. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ঢাকা।
২০. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২১. মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, আগারগাঁও, ঢাকা।
২২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, গ্রীন রোড, ঢাকা।
২৩. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২৪. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
২৫. রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
২৬. শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার।
২৭. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/ জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
২৮. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ........................... (সকল)।
২৯. মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১/২/৩/প্রশাসন অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১. জেলা প্রশাসক, ... জেলা (সকল)।
৩২. ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
৩৩. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১/২/ জেলা পরিষদ/ পৌর-১/ পৌর-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ... বিভাগ (সকল)।
৩৫. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ....(সকল)।
৩৬. মেয়র, ... পৌরসভা (সকল)
৩৭. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৮. জনাব মো: খলিলুর রহমান, সাবেক কীটতত্ত্ববিদ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩৯. অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
৪০. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৬/০৮/২০২৫

মোহাম্মদ শামীম বেপারী
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ০২-৫৫১০০৬৭৭
ই-মেইল: urbandev2@lgd.gov.bd